দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL. 23 1999
পৃঃ ১০ কলাম ১

মফস্বল বনাম শহরের শিক্ষা

মফস্বল ও শহরের মধ্যে যে সুস্পষ্ট ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার মূল সূত্র হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষায় বিত্তের প্রভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে গ্রাম। রাষ্ট্রীয়ভাবে মফস্বল ও শহরের শিক্ষার মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিক সীমারেখা নেই। কিন্তু এ দুই শিক্ষার মধ্যে বৈষম্যের প্রাচীর লক্ষণীয়। সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হলেও রাষ্ট্র শহরের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। অবকাঠামো, আদর্শ শিক্ষক, মেধাবী শিক্ষার্থী, শিক্ষা সরঞ্জাম প্রভৃতির দিক থেকে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পায় সন্দেহাতিতভাবে। বেসরকারী পর্যায়েও এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সাধারণত শহরেই। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদর্শ শিক্ষক ও বিত্তবান অভিভাবকের অভাবে মফস্বল শিক্ষা তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে।

দেশের অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথমেই আসে ক্যাডেট কলেজের কথা। এছাড়াও রয়েছে কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, বিভাগীয় ও জেলা সদরের কিছু এলিট স্কুল, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীর পিছনে প্রতিমাসে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তার মাসিক আয়ের (সৎ পথে উপার্জন) প্রায় সমান। তাই স্বাভাবিকভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মফস্বলের দরিদ্র শিক্ষার্থীর প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। এভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা হয়ে উঠেছে পণ্য। যে যত টাকা খরচ করছে সে তত ভাল শিক্ষা পাচ্ছে। এ প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়ছে মফস্বলের শিক্ষার্থী। শিক্ষার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা এগোতে পারছে না। কর্মক্ষেত্র, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সামাজিক বন্ধন এমনকি চলমান জীবনের প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছে মফস্বলের একজন শিক্ষার্থী। এভাবে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে মফস্বল ক্রমাগত পিছনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

গত ১৭ জুন দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে এসএসসি। এ পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে মফস্বল শিক্ষার চালচিত্র অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পাঁচটি বোর্ডেই মেধাতালিকায় ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ক্যাডেট কলেজের বাইরে যেসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভাল করেছে সেগুলো মূলত এলিট স্কুল, সাধারণত অভিজাত ও ধনী পরিবারের সন্তানরাই এসব স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়।

দেশের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডে পাঁচটি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করতে গিয়ে দেখা যায়, চারটি ক্যাডেট কলেজই মেধা তালিকায় সর্বাধিক ও শীর্ষস্থান দখল করেছে। ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ কয়েকটি শীর্ষস্থানসহ ১৫টি স্থান দখল করেছে। রাজধানীর এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ মেধা তালিকায় দখল করেছে ১৮টি স্থান। রাজশাহী বোর্ডে পাবনা ক্যাডেট কলেজ মেধা তালিকায় ২৬টি স্থান দখল করে একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রেখেছে। কুমিল্লা বোর্ডে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ দখল করেছে ২১টি স্থান। যশোর বোর্ডে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ২২টি স্থান দখল করে মেধা তালিকায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম চট্টগ্রাম বোর্ড। এ বোর্ডে চট্টগ্রাম সরকারী বালক বিদ্যালয় মেধা তালিকায় ১৩টি স্থান দখল করেছে। তবে ১০টি স্থান দখল করে দ্বিতীয় হয়েছে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ।

ক্যাডেট কলেজ বা এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল এ বছরই ভাল ফল লাভ করেনি, প্রতিবছরই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মেধা তালিকা দখলসহ ভাল ফল লাভ করে। আর এজন্য যেসব যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা দরকার তা সন্দেহাতীতভাবে তারা অর্জন করেছে। শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকরা অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে শিশুকাল থেকে তাদের গড়ে তুলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অজপাড়াগাঁয়ের একজন শিক্ষার্থীকে কেন টেনে তোলা হচ্ছে না? এখানেই শ্রেণী বিভাজনের অপ্রিয় প্রসঙ্গটি এসে যায়। আসলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন তেলে মাথায় তেল দেবার নীতিতে পরিচালিত হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্তত রাষ্ট্রীয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল দেখে তাই প্রমাণিত হয়। মেধাবীদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যাদের সহযোগিতা করা হয় তাদের প্রায় সবাই একই শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও রাষ্ট্রীয় সহায়তাই মুখ্য। যে কারণে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুবিধার প্রসঙ্গ এসে যায়। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে সর্বাধিক বরাদ্দ থাকছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে শিক্ষা বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট ৫ হাজার ১শ' ৪৯ কোটি ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু বন্টন ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় নীতিতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

সাধারণত ক্যাডেট কলেজ বা এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা ভর্তির সুযোগ পায় না। প্রথমত– শিশুকাল থেকে তাদের এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্য করে তোলা হয় না। দ্বিতীয়ত– যোগ্যতা থাকলেও আর্থিক কারণে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর সামর্থ্য অনেক অভিভাবকের নেই। অর্থাৎ যারা মেধাবী ও বিত্তবান পরিবারের সন্তান তারাই ক্যাডেট কলেজ বা এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়বে। আবার সরকারও এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কমপক্ষে দশ গুণ সুযোগ-সুবিধা বেশি নিশ্চিত করে। আবার যেসব এলিট স্কুল সরকারী সুবিধা তুলনামূলক কম পায় তাদের জন্য রয়েছে বিত্তবান অভিভাবক। কিন্তু মফস্বলের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় বিশেষ সুবিধা বা অভিভাবকের বিত্ত থেকে বঞ্চিত। এ কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে বৈষম্য। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের টেনে তোলা যাচ্ছে না। তবে সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্যের মধ্যেও সরকারী সুযোগ-সুবিধা যতটুকু দেয়া হচ্ছে তার সদ্ব্যবহারও মফস্বলের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করছে না। এর অন্যতম কারণ অধিকাংশ সরকারী স্কুলে জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ সরকারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নশীল নয়। তারা কেবল প্রাইভেট পড়িয়ে ও কোচিং সেন্টার খুলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

দেশে উচ্চশিক্ষার এখন তিনটি রূপ। সাধারণ বা সরকারী উচ্চশিক্ষা, প্রাইভেট বা বেসরকারী উচ্চশিক্ষা এবং বিদেশী উচ্চশিক্ষা। সাধারণ উচ্চশিক্ষা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হলেও ধনীর সন্তানরাই সাধারণ উচ্চশিক্ষার বেশিরভাগ আসন দখল করছে। আর প্রাইভেট বা বেসরকারী উচ্চশিক্ষা স্রেফ বিত্তবানদের জন্য। এই শিক্ষায় নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। আর বিদেশী উচ্চশিক্ষা কাদের জন্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বৈষম্যের প্রাচীর। এ প্রাচীর টপকানো মফস্বলের একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে এক কথায় অসম্ভব। অর্থের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা। তাই তো প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার চেয়ে প্রাধান্য পায় অর্থ। এ অর্থের যোগান যারা দিতে পারে তারা হচ্ছে সমাজের এলিট। এদের তালিকায় রয়েছে মন্ত্রী, সামরিক ও বেসামরিক আমলা, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিল্পপতি ও কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী। অবশ্য এসব পেশার মধ্যে সৎ পথে উপার্জন করা কিছু লোকও রয়েছে। তবে বেশির ভাগই বিত্তের পাহাড় গড়ছে অসৎ উপায়ে। আর এভাবে অর্জিত ধন তারা ব্যয় করে সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে প্রাণপণ। সন্তানের মেধায় ঘাটতি থাকলে অর্থ দিয়ে তা পূরণ করছে। অর্থের জোরেই সন্তানকে বাজার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত করে তুলছে।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের '৯৮ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষিত ও ধনী পরিবারের বেশিরভাগ সন্তান উত্তীর্ণ হচ্ছে। শুধু ক্যাডার সার্ভিস নয়, আপার লেভেলের গোটা চাকরির বাজার এখন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের দখলে। এভাবে বিত্ত, যুগোপযোগী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে শহর, পিছিয়ে পড়ছে গ্রাম। মফস্বলকে এগিয়ে নেবার ন্যূনতম কোন উদ্যোগ নেই। নকলমুক্ত, সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে মফস্বলে শিক্ষালাভের তেমন কোন সুযোগ নেই। আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ এমনকি দাতা সংস্থা মফস্বলকে কেবল নিরক্ষরমুক্ত দেখতে চায়। অদূর ভবিষ্যতে তা হয়ত বা সম্ভব হবে। কিন্তু মফস্বল ও শহরের মধ্যে বৈষম্যের প্রাচীর দিন দিন বাড়বে ছাড়া কমবে না।

—শ. জামান